কালের কণ্ঠ

তারিখ ..26 JUN 2013...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৬...

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্যের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ

সিলেট অফিস ঃ

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল হক ভূইয়ার অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগসংবলিত একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে চতুর্থ দিনের মতো আন্দোলনরত সরকার সমর্থক শিক্ষকদের সংগঠন মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ এটি প্রকাশ করে। চার পৃষ্ঠার এই শ্বেতপত্রে উপাচার্যের বিরুদ্ধে ৯টি বিষয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয় এবং এগুলোর বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২৬ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম কোনো উপাচার্যের দুর্নীতি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করলেন শিক্ষকরা। তবে এ শ্বেতপত্র প্রত্যাখ্যান করেছেন উপাচার্য।

২০১৩ সালের জুলাই মাসে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল হক ভূইয়া। শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয়, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে উপাচার্য অধ্যাপক মো. আমিনুল হক ভূইয়া তাঁর শ্যালক হুমায়ুন কবীরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেন। সরকারি চাকরির নিয়মানুযায়ী শূন্যপদে আবেদনের বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৩০ বছর থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটকে পাশ কাটিয়ে তিনি ত্রিশোর্ধ্ব এই শ্যালককে নিয়োগ দেন। এই নিয়োগে ইউজিসির অনুমোদন নেওয়া হয়নি।

শ্বেতপত্রে বলা হয়, প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে অনৈতিকভাবে একই কায়দায় উপাচার্য আমিনুল হক ভূইয়া তাঁর চাচাতো ভাই মঈনুল আলমকে উপাচার্য দপ্তরে এমএলএসএস পদে এবং সফিকুর রহমান চঞ্চলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ওসমানী মেডিক্যাল কলেজের ডিন অফিসের এমএলএসএস পদে নিয়োগ দিয়েছেন। মামাতো ভাই মো. মারুফকে রেজিস্ট্রার অফিসের স্টোরকিপার পদে, ভাগ্নে সালাউদ্দিনকে মেডিক্যাল সেন্টারের স্টোরকিপার পদে এবং ভগ্নিপতির চাচাতো ভাই সালাউদ্দিনকে ঢাকা গেস্টহাউসে এমএলএসএস পদে নিয়োগ দিয়েছেন। এ ছাড়া মামাতো বোন সালমা খাতুনকে আয়া পদে নিয়োগের জন্য উপাচার্যের বাংলোতে নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানা গেছে, যদিও বাংলোতে মুন্নি ও মুনতাজ নামে দুজন আয়া এবং রব্বানী নামে একজন বাবুর্চি কর্মরত। এ ছাড়া শাবিপ্রবির অধীন রাগীব রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজে একজন ও পার্কভিউ মেডিক্যাল কলেজে তিনজন নিকটাত্মীয়কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।